# আমাদের শিক্ষা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) রচিত
'কিশ্‌তিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে সংকলিত

প্রকাশনায়ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১৩।

# আমাদের শিক্ষা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) রচিত
'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে সংকলিত

প্রকাশনায়:
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

প্রকাশক : আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

গ্রন্থস্বত্ত্ব : ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.

ভাষান্তর : মৌলবী আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী, বি.এ.বি.এল.বি.টি
প্রাক্তন মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আমেরিকা

প্রথম বাংলা অনুবাদ : ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ

দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ : বৈশাখ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
এপ্রিল, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ

বর্তমান সংস্করণ : রবিউস সানি, ১৪৩৬ হিজরী
পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

সংখ্যা : ২০০০ কপি

মুদ্রণ : ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Title : **OUR TEACHING**

Writer : Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian
Promised Messiah & Imam Mahdi[as]

Published by : **Mahbub Hossain**
National Secretary Esha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# মুখবন্ধ

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পুস্তক **কিশতিয়ে নূহ** হতে তাঁর শিক্ষাকে সংগ্রহ করে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়ার **নশর** ও ইশাআত বিভাগ উর্দূতে **'হামারী তালীম'** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছেন।

মৌলবী আবদুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী সাহেব, বি.এ, বি.এল.বি.টি, যিনি আমেরিকায় আহমদীয়া জামাতের মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন, প্রথম মূল কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ করেন এবং তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা কর্তৃক ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়। **'হামারী তালীম'**-এর বাংলা অনুবাদ 'আমাদের শিক্ষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এর অনেকগুলো সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বে এটি বাংলা সাধু ভাষায় রচিত হয়েছিল। সম্প্রতি জামা'তের সকল প্রকাশনায় বাংলা চলিত ভাষায় রুপান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। তাই বর্তমান সংস্করণে 'আমাদের শিক্ষা' পুস্তকটি চলিত ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে।

বইটির অনুবাদকসহ এর প্রকাশনা কাজে যারা যেভাবে অবদান রেখেছেন আল্লাহ্তা'লা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন॥

তারিখ : জানুয়ারি, ২০১৫

**মোবাশশের উর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১. | জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করো না | ৭ |
| ২. | যারা পবিত্র কুরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ | ৮ |
| ৩. | হে আমার জামাতভুক্ত ব্যক্তিগণ! | ১০ |
| ৪. | আঁ-হযরত (সা.) খাতামাল আম্বিয়া | ১১ |
| ৫. | কে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নহে? | ১২ |
| ৬. | আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী | ১৩ |
| ৭. | খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ | ১৫ |
| ৮. | সাবধান! অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না | ১৬ |
| ৯. | ওহীর দরজা এখনো খোলা আছে | ১৮ |
| ১০. | কুরআন মজীদের উচ্চ মর্যাদা | ২০ |
| ১১. | সুন্নাত | ২২ |
| ১২. | হাদীসের মর্যাদা-কুরআন ও সুন্নতের অনুগামীর | ২২ |
| ১৩. | ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীসসমূহ পরীক্ষা করার প্রণালী | ২৪ |
| ১৪. | পাপ হতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস | ২৫ |
| ১৫. | কাহিনীতে সন্তুষ্ট হয়ো না | ২৭ |
| ১৬. | পবিত্র হবার উপায় সে নামায যা দীনতার সাথে পালন করা হয় | ২৮ |
| ১৭. | হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ! | ২৯ |
| ১৮. | হে মুসলিম আলেমগণ! | ৩০ |
| ১৯. | দেশের গদ্দীনশীন এবং পীরযাদাগণ! | ৩১ |
| ২০. | হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের সেবার যুগ | ৩২ |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# আমাদের শিক্ষা

জানা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়আতের (দীক্ষা গ্রহণের) কোন মূল্য নেই, যে পর্যন্ত না মানব সর্বান্তঃকরণে তন্নিহিত শিক্ষাকে পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করে। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুসারে পূর্ণভাবে কার্য করে, সে আমার সে গৃহে প্রবেশ লাভ করে, যার সম্বন্ধে আল্লাহতা'লা অঙ্গীকার করেছেন যে, "তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যারা বাস করে, আমি তাদেরকে রক্ষা করব।" এ কথার অর্থ এটা নহে যে, যে সকল লোক আমার এই ইট-মাটির গৃহের মধ্যে বাস করে কেবল তারাই আমার গৃহের অন্তর্ভুক্ত, বরং যে সকল ব্যক্তি আমার শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ করে, তারাও আমার আধ্যাত্মিক গৃহের অন্তর্ভুক্ত। আমার অনুসরণের জন্য যা প্রয়োজনীয় তা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

সর্ব প্রথমে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমাদের এক কাদীর (সর্বশক্তিমান), কাইউম (চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী) এবং খালেক-উল-কুল (সর্বস্রষ্টা) খোদা আছেন, যাঁর গুণাবলী অনাদি, অনন্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি কারও পুত্র নহেন এবং কেউ তাঁর পুত্র নহে। দুঃখ, বেদনা, ক্রুশের যন্ত্রণা এবং মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি এরূপ এক সত্তা যে, দূরে থেকেও তিনি কাছে এবং কাছে থেকেও দূরে। তিনি এক হলেও তাঁর জ্যোতির বিকাশ বিভিন্ন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এক অভিনব পরিবর্তন আনয়ন করে, তখন তার জন্য তিনি এক নতুন খোদা হয়ে যান এবং নতুন রূপে তার সঙ্গে ব্যবহার করেন। মানুষ নিজের আত্মার সংশোধনের পরিমাণ অনুসারে খোদাতা'লার মধ্যে এক পরিবর্তন দেখতে পায়। কিন্তু এমন নহে যে খোদার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়, বরং তিনি অনাদিকাল হতে অপররিবর্তনীয় এবং পরম ও চরম গুণের অধিকারী। কিন্তু মানুষ নিজ জীবনের পরিবর্তন আনয়নকালে যখন সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়, তখন খোদাও তার নিকট এক নতুন জ্যোতিতে প্রকাশিত হন। মানুষের প্রত্যেক উন্নতিপ্রাপ্ত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে খোদাতা'লার শক্তি ও জ্যোতিঃ তার নিকট নতুন ও উন্নততর আকারে বিকশিত হয়। যেখানে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়, সেখানে তিনিও তাঁর অসাধারণ নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন। মোজেযা বা অলৌকিক লীলার মূল এটাই।

এরূপ খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই আমার জামা'তের শর্ত। এ খোদারই উপর তোমরা বিশ্বাস কর এবং নিজ প্রাণ ও আরাম এবং তদ্‌সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের উপর খোদাকে প্রাধান্য দাও এবং কার্যত: বীরত্বের সাথে তাঁর পথে সরলতা ও বিশ্বস্ততার সাথে অগ্রসর হও। জগদ্বাসী তাদের সম্পদ এবং বন্ধুবান্ধবদের উপর খোদাকে স্থান দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে সকলের উপরে স্থান দাও। তাহলে স্বর্গে তোমরা তাঁর মণ্ডলীভুক্ত বলে পরিগণিত হবে। দয়ার নিদর্শন দেখান আদিকাল হতে খোদার এক চিরন্তন রীতি বটে, কিন্তু এ চিরন্তন রীতি দ্বারা উপকৃত হতে হলে তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে সকল ব্যবধান লোপ করতে হবে। তাঁরই সন্তুষ্টিকে তোমাদের সন্তুষ্টি এবং তাঁরই ইচ্ছাকে তোমাদের ইচ্ছাতে পরিণত করতে হবে। সকল সময়ে এবং সফলতা ও বিফলতার সকল অবস্থায় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত রাখতে হবে যেন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তোমরা এরূপ করলে তোমাদের মধ্যে সে আল্লাহ্ পুনরায় প্রকাশিত হবেন যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ জগৎ হতে নিজেকে লুক্কায়িত রেখেছেন। কে আছে, যে এ উপদেশ অনুসারে কার্য করতে, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে এবং তাঁর মীমাংসায় দ্বিরুক্তি না করতে প্রস্তুত?

অতএব, বিপদ দেখলে তোমরা আরো সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং নিশ্চয় জানবে যে এটাই তোমাদের উন্নতির পন্থা। তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া কর এবং তাদের প্রতি নিজ জিহবা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সর্বদা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধনে তৎপর থাক। কারও প্রতি সে তোমার অধীন হলেও, অহংকার দেখিও না এবং কেউ গালি দিলেও তুমি তাকে গালি দিও না। নম্র, ধৈর্যশীল, সাধু এবং জীবের প্রতি দয়াশীল হও যেন খোদাতা'লার নিকট তোমরা গ্রহণীয় হতে পার। অনেক ব্যক্তি এরূপ আছে, যারা বাহ্যত: ধৈর্যশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে ব্যঘ্র স্বভাব-বিশিষ্ট। অনেকে এরকম আছে যারা বাহ্যত: সুশীল, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুটিল। তোমরা কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের বাহির এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হলে ছোটকে লাঞ্ছনা দিবে না বরং তার প্রতি সর্বদা দয়া করবে। যদি বিদ্বান হও তবে বিদ্যাহীনকে নিজের বিদ্যার অহংকারে অবমাননা না করে তাকে সদুপদেশ দিবে। যদি ধনী হও তবে আত্মভিমানে দরিদ্রের উপর গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্ট জীবের পূজা করবে না। সকল কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং কেবল তাঁরই প্রেমে বিভোর থেকো। মাত্র

তাঁরই উদ্দেশ্যে জীবন যাপন কর এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার পাপ ও অপবিত্রতাকে ঘৃণা কর, কারণ তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি রাত্রিকাল তাক্ওয়ার (খোদা-ভীতির) সাথে কাটিয়েছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে তুমি ভীতির সাথে দিবস যাপন করেছো।

## জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করো না

জগতের অভিশাপকে তোমরা ভয় করো না; কারণ এটা দেখতে দেখতে ধূম্রের ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। এটা কখনো দিবাকে রাত্রি করতে পারে না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যার উপর এটা নিপতিত হয়, তার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্ত:স্থল পর্যন্ত দেখে থাকেন। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণা করতে পার? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হয়ে যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করে দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে না। দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখে যেন আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করেছো। আল্লাহতা'লা চাহেন, যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হতে এক মৃত্যু চাহেন। এর পর তিনি তোমাদিগকে এক নতুন জীবন দান করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হতে পার। তোমরা রিপুর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ, যে দ্বার দিয়ে তোমাদিগকে আহ্বান করা হয়েছে, সে দ্বার দিয়ে কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না। কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র মুখনি:সৃত বাণী যা আমার দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, মানতে প্রস্তুত নহে! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহতা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে, এবং বড়ই দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে

হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নহে। তেমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। খোদাতা'লার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো। কারণ তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনো খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অহংকারী কখনো খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অত্যাচারী কখনো খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন তারা কখনো তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তা হতে দূরে। প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে তাঁর জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাসবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে সংসার বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবে। তোমরা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে অগ্রসর হও, তাহলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব, তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবমান হও যেন তিনি এ বিপদরাশি হতে তোমাদিগকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করে মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু এসবের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য এটাই ঘটবে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরের শক্তি রাখে তবে তদ্রূপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নেই।

## যারা পবিত্র কুরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে

তোমাদের প্রতি আরো এক অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কুরআন শরীফকে এক অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত পরিত্যাগ করো না। কারণ কুরআনেই তোমাদের জীবন রয়েছে। যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা আকাশেও সম্মান লাভ করবে। যারা সকল হাদীস (রসূল-সা. সম্পর্কে রাবীদের বর্ণনাসমূহ)-এর উপর কুরআনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, তাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মশাস্ত্র নেই

এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ভিন্ন কোনই রসূল এবং শাফী (যোজক) নেই। অতএব, তোমরা সে মহাগৌরবসম্পন্ন নবীর সাথে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাউকেও তাঁর উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না যেন আকাশে তোমরা মুক্তি-প্রাপ্ত বলে পরিগণিত হতে পার।

স্মরণ রেখো, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশিত হয় এরূপ নহে বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই ইহার আলো প্রকাশ করে থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কে? সে-ই যে বিশ্বাস করে— আল্লাহ্ সত্য এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোজক-স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে তাঁর সম-মর্যাদাবিশিষ্ট আর কোন রসূল নেই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন গ্রন্থ নেই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতা'লা চিরকাল জীবিত রাখতে ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু তাঁর এ মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রেখেছেন। তাঁকে জীবিত রাখার জন্য খোদাতা'লা তাঁর শরীয়ত (বিধান) এবং তাঁর রূহানিয়াতকে (আধ্যাত্মিক শক্তিকে) কেয়ামত পর্যন্ত কল্যাণবর্ষী করেছেন। অবশেষে আল্লাহতা'লা এ যুগে তাঁরই আধ্যাত্মিকতার প্রসাদে এ প্রতিশ্রুত মসীহকে জগতে প্রেরণ করেছেন, যার আগমন ইসলামের প্রাসাদটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য একান্ত আবশ্যক ছিল। কারণ, ইহজগতের সময়সীমা অবসান হওয়ার পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মে একজন আধ্যাত্মিক মসীহ্র আবির্ভাব হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, যেমন ইতোপূর্বে হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কুরআন শরীফের এ আয়াত اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এ তত্ত্বের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

হযরত মূসা (আ.) তাঁর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিত্যক্ত ধনের অধিকারী হয়েছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সে ধনের অধিকারী হয়েছেন যা হযরত মূসা (আ.)-এর অনুগামীগণ হারিয়ে ফেলেছিল। তদনুযায়ী বর্তমানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্ম হযরত মূসা (আ.)-এর ধর্মেরই স্থলাভিষিক্ত বটে কিন্তু মহিমায় ইহা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। হযরত মূসা (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত নবী যেমন হযরত মূসা (আ.) হতে উচ্চতর মর্যাদাবিশিষ্ট, তেমনি হযরত ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মর্যাদাও হযরত ইবনে মরিয়ম (আ.) হতে উচ্চতর। সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছেন, যেমন তাঁর পূর্ববর্তী হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ সাদৃশ্য কেবল কালের দিক দিয়েই নহে বরং প্রতিশ্রুত মসীহ্ বর্তমানে এমন সময় আবির্ভূত হয়েছেন, যখন মুসলমান জাতির অবস্থা হযরত ঈসা (আ.)-এর

আগমনকালীন ইহুদীদের অবস্থার সম্পূর্ণ অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। **সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ আমি।**

অতএব, যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়আত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হয়ে নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে, তার জন্য এ বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহতা'লার নিকট অবশ্য শাফায়াত (মুক্তি-প্রার্থনা) করবে।

## হে আমার জামা'তভুক্ত ব্যক্তিগণ!

অতএব, যারা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলে পরিচয় দিয়ে থাক, একথা নিশ্চয় জেনো যে আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্মনিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ বেলার নামায এরূপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে পড়বে যেন তোমরা আল্লাহতা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখছো। তোমাদের রোযাও নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত দেয়ার উপযুক্ত তারা অবশ্য যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ অবশ্য কর্তব্য এবং তা পালনে কোন বাধা নেই, তারা অবশ্য হজ্জ করবে, সকল পূণ্য কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং সকল পাপকে ঘৃণার সাথে পরিহার করবে। একথা নিশ্চয় জানবে যে, কোন ধর্ম আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হবে না যাতে প্রকৃত তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) নেই। এ তাক্ওয়াই সকল পুণ্যের মূল। যে কর্মে এ মূল ধ্বংস হয় না, সে কর্ম কখনো ধ্বংস হবে না। এটা নিশ্চয় যে, পূর্ববর্তী বিশ্বাসীদিগের মত তোমাদিগকেও নানা প্রকার দু:খ-কষ্টের পরীক্ষা দিতে হবে। অতএব, সতর্ক রহ যেন তোমাদের পদস্খলন না হয়। যদি আল্লাহ্‌র সাথে তোমাদের সম্বন্ধ দৃঢ় থাকে তবে পৃথিবী তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হস্ত দ্বারাই সাধিত হতে পারে, শত্রুর হস্ত দ্বারা নহে। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয় তবে আল্লাহতা'লা তোমাদিগকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। অতএব, তোমরা কখনোই তাঁকে পরিত্যাগ করো না। এটা নিশ্চয় যে তোমাদিগকে দু:খ দেয়া হবে এবং তোমাদের অনেক আশা অপূর্ণ রবে, কিন্তু তোমরা তাতে দু:খিত হইও না। কারণ তোমাদের খোদা দেখতে চাহেন যে তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়সংকল্প কি না। তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশতাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করেও সদানন্দ রবে, কুবাক্য শুনেও কৃতজ্ঞ রবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখেও আল্লাহ্‌র সাথে

তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করবে না। তোমরাই আল্লাহতা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যা হতে আর উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব নহে। তোমাদের মধ্যে যে কর্মে শিথিল হয়ে পড়বে, তাকে ঘৃণিত দ্রব্যের মত মণ্ডলী হতে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আক্ষেপের সাথে তার জীবনের অবসান ঘটবে। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহতা'লার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। প্রণিধান কর, আমি অতি আনন্দের সাথে তোমাদিগকে এ সংবাদ দিচ্ছি যে তোমাদের আল্লাহ্ এক বাস্তব অস্তিত্ব। যদিও সকলে তাঁরই সৃষ্ট, তবুও তিনি সে ব্যক্তিকেই মনোনীত করে থাকেন, যে তাঁকে মনোনীত করে। যে ব্যক্তি তাঁর অন্বেষী তিনি তার সান্নিধ্যে এসে থাকেন। যে ব্যক্তি তাঁর দিকে যায় তিনি তাঁর নিকটে আসেন। যিনি তাঁকে প্রকৃত সম্মান করেন তিনিও তাঁকে সম্মান প্রদান করেন। তোমরা নিজ মন সরল করে এবং জিহবা, চক্ষু এবং কর্ণকে পবিত্র করে তাঁর দিকে অগ্রসর হও তাহলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করবেন।

## আঁ-হযরত (সা.) খাতামাল আম্বিয়া

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে খোদাতা'লা তোমাদের নিকট এটাই চাহেন যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবী এবং খাতামাল আম্বিয়া (নবীদিগের মোহর)। তিনি সকল নবী হতে শ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে তাঁর প্রতিচ্ছায়ারূপে যিনি আসেন, তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী আসবেন না। কারণ দাস আপন প্রভু হতে এবং শাখা আপন কাণ্ড হতে কখনো পৃথক নহে।

তোমরা নিশ্চয় জেনো, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর মৃত্যু ঘটেছে এবং কাশ্মীর প্রদেশের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে। খোদাতা'লা তাঁর প্রিয় গ্রন্থ কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন। আমি হযরত ঈসা (আ.)-এর উচ্চ মর্যাদা অস্বীকার করি না। যদিও খোদাতা'লা আমাকে বলেছেন যে মুহাম্মদী মসীহ্ মুসায়ী মসীহ্ হতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ, তবু আমি হযরত ঈসা (আ.)-কে অতিশয় সম্মান করি। কেননা আমি যেরূপ ইসলামের খাতামাল খুলাফা, তেমনি হযরত ঈসা (আ.) ইহুদী ধর্মের খাতামাল খুলাফা (শ্রেষ্ঠ-খলীফা) ছিলেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ছিলেন, তেমনি আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতের মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক)। আমি হযরত

(আ.)-এর নাম প্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমি তাঁর সম্মান করি। যে ব্যক্তি বলে যে আমি তাঁর সম্মান করি না, সে নিশ্চয় অতি পাপিষ্ঠ এবং মিথ্যাবাদী।

## কে আমার জামা'তের অন্তর্ভুক্ত এবং কে নহে?

অত:পর, আমি তোমাদিগকে পুনরায় বলতে চাই যে, বাহ্যিক বয়আত (দীক্ষা গ্রহণ) করে তোমাদের কর্তব্য শেষ হয়েছে, এরূপ চিন্তাকে কখনো মনে স্থান দিও না। বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। আল্লাহতা'লা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুসারে তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন। দেখ, তোমাদিগকে এ কথা স্মরণ করে দিয়ে আমি আমার শিক্ষাদানের এ কর্তব্য সমাপন করছি যে, পাপ বিষ বিশেষ, তা কখনো পান করবে না। আল্লাহতা'লার অবাধ্যতা এক অপমৃত্যু বিশেষ, তা হতে দূরে থাক। সর্বদা দোয়ায় ব্যাপৃত থাক যেন তোমরা শক্তিলাভ করতে পার। যে ব্যক্তি দোয়া করার সময় খোদাকে তাঁর প্রতিশ্রুতি বহির্ভূত বিষয় ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান মনে করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং প্রতারণা পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ এবং পরকালের দিকে একবারও চক্ষু তুলে দেখতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি যথার্থই ধর্মকে সংসার অপেক্ষা অধিক প্রিয় জানে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সকল প্রকার পাপ এবং কু-অভ্যাস হতে যথা— মদ্যপান, জুয়াখেলা, লোলুপদৃষ্টি, বিশ্বাসঘাতকতা, উৎকোচ গ্রহণ এবং তদ্রূপ অন্যান্য অন্যায়াচরণ হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত হয় না এবং তওবা করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সর্বদা দোয়াতে রত থাকে না এবং অতি বিনয়ের সাথে খোদার স্মরণে মগ্ন থাকে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অনিষ্টকারী কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সম্মান করে না এবং সাধারণ বিষয়ে, যা কুরআনের শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়, তাদের আদেশ পালন করে না এবং তাদের আদিষ্ট সেবা সম্বন্ধে অবহেলা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্রতা এবং ভদ্রতার সাথে ব্যবহার করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নহে, এবং বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে স্বামী স্ত্রীর সাথে এবং যে স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার সাথে

বয়আতের প্রতিশ্রুতিকে কোন অংশে ভঙ্গ করে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী বলে বিশ্বাস করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি ভাল কাজে আমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত নহে, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধবাদীদিগের দলে বসে এবং তাদের কথায় সায় দেয়, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। সকল ব্যভিচারী, পাপী, মদ্যপায়ী, খুনী, চোর, জুয়ারী, বিশ্বাসঘাতক, উৎকোচ গ্রহণকারী, শঠ, অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, জালিয়াত এবং ইহাদের সঙ্গী যারা নিজেদের ভ্রাতা এবং ভগ্নির প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে থাকে এবং নিজেদের কুকর্ম হতে তওবা করে না এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করে না, তারা আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

এ সকল কার্য বিষ বিশেষ। ইহা পান করে তোমাদের জীবিত থাকা কখনো সম্ভব নহে। অন্ধকার এবং আলো কখনো একত্রে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তির এ কুটিলতাময় এবং যে খোদার সাথে নিজ সম্বন্ধ পরিষ্কার করে না, সে কখনো সে আশিসের অধিকারী হতে পারে না যা সরল হৃদয় ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটে থাকে। কত সৌভাগ্যশালী সেসব ব্যক্তি, যারা নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেন এবং আপন প্রভুর (খোদার) সাথে সর্বদা বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন। তাঁরা কখনো বিনষ্ট হবেন না। খোদা কখনো তাঁদেরকে তিরস্কৃত করবেন না। কারণ তাঁরা খোদার এবং খোদা তাঁদের। প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁদেরকে উদ্ধার করা হবে। তাঁদের প্রতি যে শত্রু আক্রমণ করে, সে নিতান্তই নির্বোধ। কারণ তাঁরা খোদাতা'লার ক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং খোদাতা'লা তাঁদের সহায় আছেন। এরাই খোদাকে বিশ্বাস করেছেন। সে ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে এক দূরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনো ঘটে নি যে আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করেছেন এবং তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে দিয়েছেন; বরং তিনি তাঁদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেছেন এবং এখনো করবেন।

## আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী

সে খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকেন। জগৎ তাঁদেরকে ধ্বংস করতে চায় এবং শত্রুগণ দন্তপেষণ করে, কিন্তু খোদা যিনি তাঁদের বন্ধু, তাঁদেরকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেন।

কি সৌভাগ্যশালী সে ব্যক্তি, যে এরূপ খোদার আঁচল কখনো ছাড়ে না! আমরা তাঁর উপর বিশ্বাস এনেছি। আমরা তাঁর পরিচয় পেয়েছি।

সে খোদাই সর্বজগতের অধিপতি যিনি আমার প্রতি ঐশী-বাণী অবতীর্ণ করেছেন, আমার সপক্ষে মহা নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন এবং আমাকে এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ করে প্রেরণ করেছেন। আকাশে বা পৃথিবীতে তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই। যে ব্যক্তি তাঁর উপর বিশ্বাস আনে না, সে বড়ই হতভাগ্য এবং অভিশপ্ত। আমি খোদার নিকট হতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়েছি। আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়েছি যে, তিনি সমস্ত জগতের খোদা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোন খোদা নেই। কেমন সর্বশক্তিমান এবং চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী সে খোদা, যাঁকে আমি লাভ করেছি! কি মহাশক্তি ও নৈপূণ্যের অধিকারী সে খোদা, যাঁকে আমি পেয়েছি! সত্য ইহাই যে, তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। কেবল এটাই তিনি করেন না, যা তাঁর প্রদত্ত গ্রন্থ এবং প্রতিশ্রুতির বিরোধী। অতএব, তোমরা দোয়া করার সময় সেই অজ্ঞ "নেচারী" বা নাস্তিকদের মত হইও না, যারা নিজ কল্পনা দ্বারা এমন কতগুলো নিয়ম তৈয়ার করে রেখেছে যার সম্বন্ধে খোদাতা'লার গ্রন্থে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। নেচারীগণ অভিশপ্ত; তাদের প্রার্থনা কখনো গ্রহীত হয় না। তারা অন্ধ, চক্ষুষ্মান নহে। তারা না মৃত, না জীবিত। তারা খোদার সম্মুখে স্বরচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁর অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ দেখে এবং তাঁকে দুর্বল মনে করে। তাদের সাথে তাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হবে।

কিন্তু তুমি যখন দোয়া করার জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে তোমার খোদা সর্ববিষয়েই শক্তিমান। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করলেই তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং তুমি খোদাতা'লার মহাশক্তির বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দর্শন করবে যেরূপ আমি দর্শন করেছি। আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করে সাক্ষ্য দিচ্ছি, কাহিনী স্বরূপ নয়। সে ব্যক্তির প্রার্থনা কিরূপে গৃহীত হতে পারে, যে খোদাকে সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে না? মহাবিপদের সময় সে ব্যক্তির প্রার্থনা কবার সাহসই বা কিরূপে হতে পারে, যে প্রার্থনার দ্বারা বিপদ হতে উদ্ধার লাভ করাকে প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ মনে করে? কিন্তু হে সৎহৃদয় ব্যক্তিগণ! তোমরা কখনো এরূপ করো না। তোমাদের খোদা এরূপ এক-অদ্বিতীয় খোদা, যিনি আকাশে অগণিত তারকারাজি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই ঝুলিয়ে রেখেছেন, যিনি পৃথিবীকে ও আকাশকে নি:সত্তা অবস্থা হতে সৃষ্টি করেছেন। তুমি কি মনে কর যে তিনি তোমার কার্যসাধন করতে অক্ষম হবেন। কখনো নহে, বরং তোমার অবিশ্বাসই তোমাকে বঞ্চিত রাখবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী। কিন্তু সে ব্যক্তিই কেবল তাঁর আশ্চর্য লীলা দর্শন করতে পারে যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তাঁর শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাকে তিনি তাঁর আশ্চর্য লীলাসমূহ প্রদর্শন করেন না।

কত হতভাগা সে ব্যক্তি, যে আজও জানে না যে তার এরূপ এক খোদা আছেন যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান! আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁকে দর্শন করেছি এবং তাঁকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পেয়েছি। প্রাণের বিনিময়েও এ সম্পদ লাভ করার যোগ্য। এ মণি ক্রয় করতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করতে হয় তবু এটা করা উচিত।

হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এ প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, এটা তোমাদিগকে প্লাবিত করে দিবে। ইহা জীবনের উৎস, এটা তোমাদিগকে বাঁচাবে। আমি কি করব এবং কি উপায়ে এ সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করার জন্য কোন্ জয় ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করব, 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করব, যাতে শ্রবণের জন্য তাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

## খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ

তোমরা যদি খোদার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জেনো যে খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকবেন। তোমরা শত্রু হতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবে, কিন্তু খোদা তার উপর দৃষ্টি রাখবেন এবং তার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী। যদি তোমরা অবগত থাকতে তবে দিনেকের তরেও এ সংসারের জন্য চিন্তিত হতে না। যে ব্যক্তির নিকট ধনের আকর রয়েছে, সে কি কখনো একটি পয়সা নষ্ট হলে তজ্জন্য বিলাপ বা চীৎকার করে মরে? সুতরাং তোমরা যদি এ ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে যে খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁর সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যতিরেকে তোমরা কোন কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং প্রচেষ্টা কিছুই নহে।

অন্যান্য জাতির অনুকরণ করো না যারা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, তারাও তদ্রূপ হেয় পার্থিব

উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ শব ভক্ষণ করতে ব্যস্ত, তারাও তদ্রূপ শব ভক্ষণে ব্যস্ত। তারা খোদা হতে অনেক দূরে সরে পড়েছে। তারা মানবের পূজা করেছে, শূকর ভক্ষণ করেছে, জলবৎ সূরা পান করেছে ও অত্যাধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে সম্মোহিত হওয়ায় এবং খোদার নিকট হতে শক্তি প্রার্থনা না করায় তাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটেছে। আধ্যাত্মিকতা তাদের হৃদয়মন্দিরকে এমনভাবে পরিত্যাগ করেছে যেমন কপোত তার পুরাতন নীড়কে পরিত্যাগ করে থাকে এবং সংসার পূজার কুষ্ঠরোগ তাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছে। অতএব, তোমরা উক্ত কুষ্ঠ ব্যাধিকে ভয় কর।

আমি তোমাদিগকে সীমার ভিতরে থেকে উপকরণ বা উপায়াবলম্বন করতে নিষেধ করি না, কিন্তু যে খোদা উপকরণ প্রদান করেছেন, তাঁকে ভুলে অন্যান্য জাতির অনুকরণে শুধু পার্থিব উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করি। তোমাদের যদি চক্ষু থাকে তবে দেখতে পাবে যে একমাত্র খোদা ভিন্ন অবশিষ্ট সকল কিছুই তুচ্ছ। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে হস্তকে না প্রসারিত করতে পার, না গুটাতে পার। কোন আধ্যাত্মিক মৃত ব্যক্তি এটা শুনে হয়ত বিদ্রূপ করবে। কিন্তু হায়! তার পক্ষে বিদ্রূপ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়: ছিল।

## সাবধান! অন্যান্য জাতির কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না

সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন-ঐশ্বর্য দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাঁদের পার্থিব উন্নতি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের পদাঙ্কানুসরণ করতে যেও না। শ্রবণ কর এবং স্মরণ রাখ, যারা তোমাদিগকে পার্থিব সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করছে তারা খোদার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাদের খোদা এক দুর্বল মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহে। এ জন্য তারা অবহেলিত এবং পরিত্যক্ত।

আমি তোমাদিগকে উপার্জন এবং শিল্পকার্য করতে নিষেধ করি না; কিন্তু তোমরা ঐ সকল লোকের অনুগামী হয়ো না যারা এ সংসারকেই সব কিছু মনে করছে। তোমাদের উচিৎ সাংসারিক বা পারত্রিক সব কাজেই খোদা হতে ক্রমাগত শক্তি ও সুযোগ প্রার্থনা করতে থাকা; কিন্তু তা কেবল শুষ্ক ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চারিত করে নহে, বরং প্রার্থনার সঙ্গে সত্য সত্যই যেন এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে প্রত্যেক আশিস আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়।

তোমরা প্রকৃত ধার্মিক তখনই হবে, যখন প্রত্যেক কাজে এবং বিপদে কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পূর্বে আপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করে খোদার সমীপে প্রণত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! আমি বিপদে পড়েছি, তুমি আমাকে বিপদ হতে উদ্ধার কর।' এরূপ করলে খোদা রূহুল কুদুস (পবিত্রাত্মা)-এর মাধ্যমে তোমাদিগকে সাহায্য করবেন এবং গায়েব (অদৃশ্য) হতে তোমাদের জন্য উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করবেন। আপন আত্মার প্রতি সদয় হও এবং যারা খোদার সাথে সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে সর্বতোভাবে পার্থিব সম্পদ বা উপকরণের উপর নির্ভর করেছে, এমন কি কার্যারম্ভের পূর্বে খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে 'ইনশাল্লাহ্' বাক্যটুকুও উচ্চারণ করে না, তাদের অনুগামী হয়ো না। খোদা তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রদান করুন যেন তোমরা উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে পার যে খোদাই তোমাদের সকল চেষ্টার কড়িকাঠ স্বরূপ। যদি কড়িকাঠ ভুতলে পড়ে যায় তবে বরগাগুলো কি ছাদে অবস্থান করতে পারে? কখনো নহে, বরং এটা তৎক্ষণাৎ পড়ে যাবে এবং তাতে অনেকের প্রাণহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তদ্রূপ খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদের প্রচেষ্টাও কিছুতেই টিকতে পারে না। যদি তোমরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁর নিকট হতে শক্তি ও ক্ষমতা ভিক্ষা করাকে স্বীয় জীবনের এক মূলনীতি জ্ঞান না কর, তবে তোমরা কোন সফলতাই লাভ করতে পারবে না এবং পরিশেষে বড়ই আক্ষেপের সাথে তোমাদিগকে প্রাণত্যাগ করতে হবে।

কখনো একথা মনে স্থান দিও না যে, 'অন্যান্য জাতি কেমন করে কৃতকার্য হচ্ছে? তারা তো আমাদের 'কামেল' (সর্বগুণ-সম্পন্ন) এবং 'কাদীর' (সর্ব-শক্তিমান) খোদার বিষয় কিছুই অবগত নহে।' এর উত্তর এ যে, তারা খোদাকে পরিত্যাগ করায় এক পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। খোদাতা'লার পরীক্ষা কখনো কখনো এরূপ হয় যে, যে ব্যক্তি তাঁকে পরিত্যাগ করে পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত হয় এবং পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্ত হয়, এর জন্য তিনি পার্থিব উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে যায়। আবার কখনো সাংসারিক বিষয়ে বিফলতার দ্বারাও এরূপ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। অবশেষে পার্থিব দুশ্চিন্তাতেই তার মৃত্যু ঘটে এবং সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু শেষোক্ত পরীক্ষা প্রথমোক্ত পরীক্ষার মত ভয়ঙ্কর নহে। কেননা প্রথমোক্ত পরীক্ষায় নিপতিত ব্যক্তি অধিকতর গর্বিত হয়ে থাকে। যা হউক, এ উভয় শ্রেণীর লোকই অভিশপ্ত। প্রকৃত সুখের উৎস খোদা। অতএব, এসব ব্যক্তি সেই 'হাইউন' (নিজে চিরঞ্জীব এবং অন্যের জীবনের কারণ) ও 'কাইউম' (নিজে চিরস্থায়ী এবং অন্যের স্থিতির কারণ) খোদা সম্বন্ধে অজ্ঞ, বরং উদাসীন এবং তা হতে বিমুখ আছে বলে তারা প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারবে না। যে ব্যক্তি

এ রহস্য উপলব্ধি করতে পেরেছে, সে 'মুবারক' (ধন্য) এবং যে ব্যক্তি এ রহস্য উপলব্ধি করতে পারে নি, সে নিধনপ্রাপ্ত।

সুতরাং পার্থিব দার্শনিকদের অনুকরণ করা এবং তাদিগকে সম্মানের চক্ষে দেখা তোমাদের উচিত নহে। কারণ, পার্থিব দর্শন অজ্ঞতাপূর্ণ। খোদার বাণীতে যে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাই প্রকৃত জ্ঞান। যে সকল ব্যক্তি পার্থিব দর্শনের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যারা খোদার কিতাবে প্রকৃত জ্ঞান এবং দর্শনের অনুসন্ধান করেছে তারাই সফলকাম হয়েছে। অজ্ঞতার পথ কেন অবলম্বন কর? তোমরা কি খোদাকে এমন কথা শিখাতে চাহ যা তিনি জানেন না? তোমরা কি পথের দিশা লাভ করার জন্য অন্ধের অনুসরণ করবে? হে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ! যে নিজেই অন্ধ সে তোমাদিগকে কেমন করে পথ প্রদর্শন করবে? প্রকৃত জ্ঞান 'রূহুল কুদুসের' সাহায্যে লাভ হয় যার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। এ রূহের সাহায্যে তোমরা সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করবে যা অন্যেরা লাভ করতে পারে না। যদি নিষ্ঠার সাথে যাচাই কর তবে তোমরা একদিন এ জ্ঞান লাভ করবে। তখন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, এ জ্ঞানই হৃদয়কে সজীবতা দেয় ও জীবন দান করে এবং 'একীনের মিনারায়' (দৃঢ়বিশ্বাসের চূড়ায়) পৌঁছিয়ে দেয়। যে নিজেই অপবিত্র দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে কোথা হতে তোমাকে পবিত্র খাদ্য প্রদান করবে? যে নিজেই অন্ধ, সে কেমন করে তোমাকে পথ প্রদর্শন করবে? প্রত্যেক পবিত্র জ্ঞান আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়। সুতরাং মানব হতে কিছুই প্রত্যাশা করো না। যাদের আত্মা আকাশের দিকে ধাবিত হয় তারাই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হয়। যে নিজেই সান্ত্বনা লাভ করে নি সে কেমন করে তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করবে? কিন্তু এ সকল ঐশী-আশিস লাভ করতে হলে সর্ব প্রথমে হৃদয় পবিত্র, নিষ্ঠ ও সরল হওয়া আবশ্যক। এরপর উল্লিখিত সব কিছু তোমাদিগকে দেয়া হবে।

## ওহীর দরজা এখনো খোলা আছে

কখনো এটা মনে করো না যে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে আর খোদার 'ওহী' (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হবে না; যা অবতীর্ণ হবার তা অতীতেই হয়ে গিয়েছে*, এবং 'রূহুল কুদুস'ও পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হবে না।

* কুরআন শরীফে 'শরীয়াত' (ধর্ম-বিধান) শেষ হইয়াছে কিন্তু 'ওহী'(ঐশীবাণী) শেষ হয় নাই। কারণ 'ওহী' সত্য ধর্মের জীবন। যে ধর্মে 'ওহী' জারী (প্রচলিত) নেই সে ধর্ম মৃত এবং খোদার সাহায্য হতে বঞ্চিত।

আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলছি যে, প্রত্যেক দ্বারই বন্ধ হতে পারে কিন্তু 'রূহুল কুদুস'-এর অবতীর্ণ হবার দ্বার কখনো বন্ধ হতে পারে না। তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দাও যেন তিনি তথায় প্রবেশ করতে পারেন। জ্যোতিঃ প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে তোমরা নিজেরাই নিজ নিজ আত্মাকে এ সূর্য হতে দূরে ঠেলে দিচ্ছ। হে অজ্ঞ! উঠ এবং হৃদয়ের জানালা খুলে দাও। তাহলে জ্যোতিঃ নিজেই তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। খোদাতা'লা যখন পার্থিব অনুগ্রহের পথ এ যুগে তোমাদের জন্য বন্ধ করেন নি বরং প্রশস্ত করেছেন, তখন তোমরা কি কখনো ধারণা করতে পার যে তিনি তোমাদের জন্য যা এখন একান্ত আবশ্যক তা বন্ধ করে দিয়েছেন? কখনো নহে; বরং অধিকতর প্রশস্তভাবে এখন তা উন্মুক্ত করা হয়েছে। 'সূরা ফাতেহায়' প্রদত্ত আপন শিক্ষানুযায়ী খোদাতা'লা যখন অতীতের সকল আশিসের দ্বার বর্তমানে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন, তখন তোমরা কেন তা গ্রহণে অস্বীকার করছো?

সে উৎসের পিয়াসী হও, তাহলে এটা আপনা আপনি তোমাদের নিকট আগমন করবে; সে দুগ্ধের জন্য তোমরা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন কর, যে দুগ্ধ স্বতঃই স্তন হতে নির্গত হয়ে আসে। তোমরা দয়ার যোগ্যপাত্র হও, তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে; উদ্বিগ্ন হও, সান্ত্বনা পাবে; পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন কর যেন স্বপ্নেই ঐশী-হস্তের স্পর্শ এসে তোমাদিগকে সান্ত্বনা দেয়। খোদার পথ বড় দুর্গম, কিন্তু যে ব্যক্তি মৃত্যুকে বরণ করে অতল গহবরে পতিত হয়, তার জন্য এটা সুগম হয়ে যায়।

সুতরাং ধন্য সে ব্যক্তি, যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং দুর্ভাগা সে ব্যক্তি যে আপন 'নফস' বা প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁর সাথে সম্বন্ধ স্থাপন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ লাভ করতে পারবে না।

সুতরাং তোমরা সর্বদা সচেষ্ট থাক যেন কুরআন শরীফের এক বিন্দুবিসর্গও তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেয় এবং সেজন্য যেন তোমরা ধৃত না হও; কেননা বিন্দু পরিমাণ অন্যায়ও দণ্ডনীয়। সময় সঙ্কীর্ণ এবং জীবনের কর্তব্য অনন্ত। দ্রুত চল, কারণ সন্ধ্যা আগত প্রায়। যা কিছু উপস্থিত করতে হবে, তা পুনঃ পুনঃ দেখে লও যেন কোন কিছু থেকে না যায় এবং শেষে যেন ক্ষতির কারণ না হয়, বা সকল কিছু পচা বা অচল বলে প্রভুর দরবারে অগ্রাহ্য না হয়।

# কুরআন মজীদের উচ্চ মর্যাদা

আমি শুনেছি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি 'হাদীসকে' সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। যদি কেউ এরূপ করে তবে সে মারাত্মক ভুল করছে। আমি কখনো এরূপ করতে বলি নি বরং আমার শিক্ষা এ যে, তোমাদের হেদায়াতের (পথ প্রদর্শনের) জন্য আল্লাহতা'লা তিনটি জিনিস দিয়েছেন। সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ, যাতে খোদার তৌহীদ (একত্ব), গৌরব এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তার মীমাংসা করা হয়েছে। তদ্রূপ কুরআন শরীফে খোদা ভিন্ন অন্য বস্তুর উপাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সে কোন মানুষ বা পশুই হউক, চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক, কোন উপায় বা উপকরণই হউক, কিম্বা তার নিজ ব্যক্তিত্বই হউক। সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের হেদায়াতের বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশ' আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করেছে এবং অবশিষ্ট সব গ্রন্থই ইহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনোযোগসহকারে পাঠ কর এবং এর সাথে এরূপ প্রণয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ অন্য কারও সঙ্গে কর নি। কারণ খোদাতা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ সর্বপ্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে। এ কথাই সত্য। ধিক্ ঐসব ব্যক্তিকে, যারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয়। তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে। তোমাদের এরূপ কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নেই যা কুরআন শরীফে নেই। 'কেয়ামতের' দিন তোমাদের ঈমানের সত্যাসত্যের মানদণ্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হবে। কুরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য গ্রন্থ নেই যা কুরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করতে পারে। খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেছেন যে কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করা হয়েছে তা যদি খ্রিষ্টানদিগকে দেয়া হত, তবে তারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হত না। এ যে নেয়ামত (অনুগ্রহ) ও হেদায়াত তোমাদিগকে প্রদান করা হয়েছে তা যদি ইহুদীদিগকে

তওরাতের স্থলে দেয়া হতো, তবে তাদের কোন কোন ফেরকা, 'কেয়ামতের' অস্বীকারকারী হতো না। সুতরাং তোমরা খোদা-প্রদত্ত এ নেয়ামতের মর্যাদা উপলব্ধি কর। এটা অতি প্রিয় নেয়ামত, এটা এক মহাসম্পদ। যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হতো তাহলে সমগ্র দুনিয়া অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রয়ে যেতো। কুরআন শরীফের সুম্মুখে অন্য সব ধর্মগ্রন্থ তুচ্ছ।

যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন বিঘ্ন না থাকে, তবে কুরআন শরীফ মানুষকে এক সপ্তাহের মধ্যে পবিত্র করতে পারে। যদি তোমরা স্বয়ং কুরআন শরীফ হতে বিমুখ না হও তবে এটা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করতে পারে। কুরআন শরীফ ব্যতীত অন্য কোন্ শাস্ত্র পাঠককে সর্বপ্রথমে এ প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছে এবং এ আশ্বাস দিয়েছে যে—

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"আমাদিগকে সে পুরস্কার লাভের পথ প্রদর্শন কর, যা পূর্ববর্তীগণকে প্রদর্শন করা হয়েছে, যাঁরা নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ ছিলেন।"

সুতরাং নিজেদের সাহস বৃদ্ধি কর এবং কুরআন শরীফের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করো না, কারণ এটা তোমাদিগকে ঐ সকল আশিস প্রদান করতে চায় যা তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে প্রদান করা হয়েছিল।

খোদাতা'লা বরং তোমাদের প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করতে ইচ্ছা রাখেন। তিনি তোমাদিগকে তাদের ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন, কিন্তু 'কেয়ামত' পর্যন্ত তোমাদের উত্তরাধিকারী কেউই হবে না। খোদাতা'লা তোমাদিগকে ওহী, ইলহাম, মোকালামা ও মোখাতাবা (খোদার সাথে বাক্যালাপ) হতে কখনো বঞ্চিত রাখবেন না। তিনি পূর্ববর্তী উম্মতকে যেসব অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, তদ্সমুদয়ই তিনি তোমাদিগকে প্রদান করবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐদ্ধত্য প্রকাশ করত: খোদাতা'লার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে বলবে যে তিনি তার প্রতি 'ওহী' নাযেল করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন ওহী তার প্রতি অবতীর্ণ হয় নি, অথবা যে ব্যক্তি বলবে যে, খোদাতা'লার সাথে তার 'মোকালামা-মোখাতাবা' হয়েছে অথচ বাস্তবিক পক্ষে তা হয় নি, আমি তদ্রূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে খোদাতা'লা এবং তাঁর ফিরিশতাগণকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কারণ সে আপন স্রষ্টার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে এবং তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে।

## সুন্নাত

হেদায়াত লাভের দ্বিতীয় উপায় যা মুসলমানদিগকে প্রদান করা হয়েছে, তা 'সুন্নাত' অর্থাৎ আঁ-হযরত (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবন-পদ্ধতি যা তিনি কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ব্যাখ্যা স্বরূপ কার্যত: প্রদর্শন করে গিয়েছেন— যথা, কুরআন শরীফ হতে বর্ণিত: দৈনিক পাঁচবার নামাযের রাকায়াতসমূহ— অর্থাৎ প্রাত:কালে কত রাকায়াত এবং অন্যান্য সময় কত রাকায়াত তা জানা যায় না, কিন্তু 'সুন্নাত' সকল বিষয় ব্যক্ত করে দিয়েছে। 'সুন্নাত' ও 'হাদীস' একই বস্তু বলে যেন কেউ ভুল না করে, কারণ হাদীস একশ' বা দেড়শ' বছর পর সংগৃহীত হয়েছিল, কিন্তু 'সুন্নাত' কুরআন শরীফের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যমান ছিল। কুরআন শরীফের পর সুন্নাতই মুসলমানদের প্রতি রসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ দান। খোদাতা'লা ও রসূল (সা.)-এর দায়িত্ব মাত্র দু'টি বিষয়ে ছিল এবং তা এ যে খোদাতা'লা কুরআন অবতীর্ণ করে নিজ বাক্য দ্বারা সৃষ্ট জীবকে আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। এটা ছিল ঐশী বিধানের কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্তব্য ছিল খোদাতা'লার বাণী কার্যে পরিণত করে লোকদেরকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেয়া। সুতরাং রসূল করীম (সা.) খোদার সে কথিত বাণীকে কর্মের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং নিজ সুন্নাত অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবন দ্বারা বিধি-বিধান সম্পর্কিত কঠিন সমস্যাদির মীমাংসা করে দিয়েছেন। এটা বলা অসঙ্গত হবে যে, এসব বিষয়ের মীমাংসার দায়িত্ব হাদীসের। কারণ হাদীসের অস্তিত্বের পূর্বে জগতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হাদীস সংগৃহীত হওয়ার পূর্বে কি লোক নামায পড়তো না, যাকাত প্রদান করতো না, হজ্জ সম্পাদন করতো না, কিংবা 'হালাল হারাম' (বৈধ-অবৈধ) বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না?

## হাদীসের মর্যাদা–কুরআন ও সুন্নাতের অনুগামীর

অবশ্য, হেদায়াত লাভের তৃতীয় উপায় হাদীস। কারণ হাদীস ইসলামের ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং ফেকাহ্ বা বিধি-বিধান সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। অধিকন্তু হাদীসের এক বড় উপকারিতা এ যে, এটা কুরআন ও সুন্নাতের সেবা করে। যারা কুরআনের মর্যাদা বুঝে না তারা এ বিষয়ে হাদীসকে কুরআন শরীফের 'কাজী' বা বিচারক বলে, যেমন ইহুদীগণ তাদের হাদীস সম্বন্ধে বলে থাকে। কিন্তু আমরা হাদীসকে কুরআন ও সুন্নাতের সেবকরূপে জ্ঞান করি এবং এটা কারও অবিদিত নহে যে, সেবকের দ্বারাই প্রভুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কুরআন, খোদাতা'লার বাণী এবং 'সুন্নাত' রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কার্যপদ্ধতি এবং হাদীস সুন্নাতের জন্য সমর্থনকারী সাক্ষ্যস্বরূপ।

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ (আল্লাহ্ বাঁচান)–হাদীসকে কুরআনের উপর বিচারক মনে করা 'মহা ভ্রম'। কুরআনের উপর যদি কেউ বিচারক হয়ে থাকে, তবে তা স্বয়ং কুরআনই। হাদীস আনুমানিক প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে বটে কিন্তু কুরআনের বিচারকর্তা হতে পারে না। এটা কেবল সমর্থনকারী প্রমাণ স্বরূপ। কুরআন ও সুন্নাত যাবতীয় মূল বিষয় কার্যতঃ প্রদর্শন করেছে এবং হাদীস কেবল সমর্থনকারী সাক্ষ্য-স্বরূপ। কুরআনের উপর হাদীস কেমন করে বিচারক হতে পারে? কুরআন এবং সুন্নাত সে যুগের লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিল, যখন এ কৃত্রিম কাজীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। একথা বলো না যে হাদীস কুরআনের উপর বিচারক বরং একথা বল যে হাদীস কুরআন ও সুন্নাতের জন্য সমর্থনকারী সাক্ষ্য-স্বরূপ। সুন্নাত দ্বারা সে পথ বুঝায়, যে পথে আঁ-হযরত (সা.) তাঁর সাহাবা (রা.)-দিগকে কার্যতঃ পরিচালিত করেছেন। সুন্নাত ঐ সমস্ত কথা নহে যা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর প্রায় একশ' বছর পরে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বরং ঐগুলোর নাম হাদীস। সুন্নাত সে আদর্শ কার্যপদ্ধতির নাম যা পুণ্যবান মুসলমানদের কর্ম-জীবনের প্রথম হতে চলে আসছে এবং যার উপর সহস্র সহস্র মুসলমানকে চালিত করা হয়েছে। অবশ্য হাদীসের অধিকাংশ বিষয় যদিও আনুমানিক প্রমাণের স্তরে অবস্থিত, তথাপি কুরআন ও সুন্নাতের বিরোধী না হলে এটা দলীলরূপে গৃহীত হতে পারে। এটা কুরআন ও সুন্নাতের সমর্থনকারী এবং এতে ইসলামের অনেক বিধি-বিধানের ভাণ্ডার নিহিত আছে।

সুতরাং হাদীসের মর্যাদা না করা হলে ইসলামের এক অঙ্গ হানি করা হয়। অবশ্য, যদি কোন হাদীস কুরআন কর্তৃক সমর্থিত অন্য কোন হাদীসের বিপরীত হয় অথবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি এরূপ কোন হাদীস দেখা যায় যা সহী বুখারীর বিরোধী, তবে এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এরূপ হাদীস গ্রহণ করলে কুরআন এবং কুরআন সমর্থিত হাদীসকে 'রদ' বা অগ্রাহ্য করতে হয়, এবং আমার বিশ্বাস কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এরূপ কোন হাদীসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে সাহসী হবেন না, যা কুরআন ও সুন্নাত এবং কুরআন শরীফ-সম্মত হাদীসের বিরোধী। যা হউক, হাদীসের সম্মান কর এবং তদ্বারা উপকৃত হও, কারণ তা আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতি আরোপিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তা কুরআন ও সুন্নাত কর্তৃক মিথ্যা প্রতিপন্ন না হয় ততক্ষণ তোমরাও একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না। পক্ষান্তরে নবী করীম (সা.)-এর হাদীস তোমাদের এরূপভাবে পালন করা উচিত, যেন তোমাদের কোন গতি বা স্থিতি এবং কোন কর্ম-সাধন বা কর্ম-বিরতি হাদীসের সমর্থন ব্যতিরেকে না হয়। কিন্তু যদি কোন হাদীস কুরআন শরীফে বর্ণিত বিষয়ের স্পষ্ট বিরোধী হয় তবে এর সামঞ্জস্য স্থাপন কবার জন্য চিন্তা কর– হয়তো, ঐরূপ অসামঞ্জস্য আমাদেরই ভ্রমবশতঃ

হচ্ছে। যদি কোন রূপেই সে অসামঞ্জস্য দূরীভূত না হয় তবে এরূপ হাদীস বর্জন কর। কারণ তা রসূল করীম (সা.)-এর পক্ষ হতে নহে। পক্ষান্তরে, যদি কোন হাদীস 'যয়ীফ' (দুর্বল) হয় অথচ কুরআনের সাথে ইহার সামঞ্জস্য থাকে তবে এরূপ হাদীস গ্রহণ কর। কারণ কুরআন এর সত্যতা প্রমাণ করে।

## ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীসসমূহ পরীক্ষা করার প্রণালী

আবার যদি কোন হাদীস কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হয়, কিন্তু হাদীস সঙ্কলনকারীদের অভিমতে তা দুর্বল প্রতিপন্ন হয়, অথচ তোমাদের যুগে কিংবা তৎপূর্বে সে হাদীস সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে সে হাদীস সত্য বলে গ্রহণ কর এবং যে সকল মুহাদ্দীস (হাদীসের সঙ্কলনকারী) ও 'রাবী' (বর্ণনাকারী) এরূপ হাদীসকে যয়ীফ (দুর্বল) বলে সাব্যস্ত করেছে, তাদিগকে ভ্রান্ত ও মিথ্যাবাদী জ্ঞান কর। এরূপ শত শত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত হাদীস আছে। যার অধিকাংশ মুহাদ্দীসগণের নিকট মজরুহ অথবা যয়ীফ বলে পরিগণিত। অতএব যদি এরূপ কোন হাদীস পূর্ণ হয় এবং তোমরা একে এ বলে বর্জন কর যে, যেহেতু এ হাদীস দুর্বল অথবা এর কোন বর্ণনাকারী ধার্মিক নহে, তজ্জন্য আমরা একে গ্রহণ করি না, তবে এমতাবস্থায় এরূপ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের পক্ষে বে-ঈমানী হবে। কারণ খোদাতা'লা স্বয়ং এর সত্যতা প্রকাশ করে দিয়েছেন। মনে কর, যদি এরূপ সহস্র হাদীস থাকে এবং মুহাদ্দীসগণ সেগুলোকে দুর্বল বলে থাকেন অথচ এ সকল হাদীস সম্বলিত সহস্র ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় তবে কি তোমরা এরূপ হাদীসগুলোকে দুর্বল জ্ঞান করে ইসলামের সহস্র প্রমাণ বিনষ্ট করে দিবে? এরূপ করলে তোমরা ইসলামের শত্রু বলে প্রতিপন্ন হবে।

**আল্লাহতা'লা বলেনঃ-**

فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۙ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

"তিনি কারো উপর অদৃশ্য বিষয়সমূহ বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া, যাকে তিনি মনোনীত করেন" (৭২ঃ২৭-২৮)।

সুতরাং, সত্য ভবিষ্যদ্বাণী সত্য রসূল ভিন্ন আর কার প্রতি আরোপিত হতে পারে? এরূপস্থলে এটা বলা কি ঈমানদারীর কথা নহে যে, কোন কোন মুহাদ্দীস শুদ্ধ হাদীসকে দুর্বল বলে ভ্রম করেছেন? পক্ষান্তরে এটা বলা কি উপযোগী হবে যে, মিথ্যা হাদীসকে সত্য প্রতিপন্ন করে খোদাতা'লা (নাউযুবিল্লাহ) ভুল করেছেন? যদি কোন হাদীস দুর্বল শ্রেণীভুক্তও হয় অথচ কুরআন শরীফ ও সুন্নাতের বিরোধী না হয়, কিম্বা ঐরূপ হাদীসেরও বিরোধী না হয় যা কুরআন

কর্তৃক সমর্থিত, তবে এরূপ হাদীসের উপর আমল কর। কিন্তু বড়ই সাবধানতার সাথে হাদীসের উপর আমল করা উচিত, কারণ অনেক মওযু হাদীসও আছে যার কারণে ইসলামে ফেৎনা সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক ফেরকাই নিজ নিজ আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) অনুযায়ী হাদীস মেনে চলে–

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○ "প্রত্যেকটি দলই তাদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়েই আনন্দিত" (৩০ঃ৩৩) –এমন কি হাদীসের ঐরূপ বৈষম্য নামাযের ন্যায় সুনিশ্চিত ও চিরাচরিত ফরযগুলোকেও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করেছে। কেউ 'আমীন' সশব্দে বলে, কেউ এরূপ পাঠ করাকে নামাযের আচার বিরোধী মনে করে, কেউ বুকের উপর হস্ত ধারণ করে, কেউ নাভির নীচে ধারণ করে এ বৈষম্যের মূল কারণ হাদীসের মধ্যেই রয়েছে। নতুবা, সুন্নাত একই পন্থা নির্দেশ করেছিল। অতঃপর বিভিন্ন বর্ণনার সংমিশ্রণে এ পন্থাটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

## পাপ হতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় পূর্ণ বিশ্বাস

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কর্ণ উন্মুক্ত করে শ্রবণ কর, একীনের (দৃঢ় বিশ্বাসের) সদৃশ্য কোন বস্তু নেই। একমাত্র 'একীন'ই মানুষকে পাপকার্য হতে বিরত রাখে, 'একীন'ই মানুষকে পুণ্যকর্ম সাধন করার শক্তি প্রদান করে। একমাত্র একীনই মানুষকে খোদাতা'লার 'আশেকে-সাদেক' বা খাঁটি প্রেমিক করে। 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা পাপ বর্জন করতে পার? 'একীনের' জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করতে পার? 'একীন' ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করতে পার? আকাশের নিম্নে কি এমন কোন 'কাফ্ফারা' (Atonement) বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বদলা) আছে, যা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাতে পারে? মরিয়মের পুত্র ঈসার কল্পিত রক্ত কি তোমাদিগকে পাপ কর্ম হতে পরিত্রাণ দিবে?

হে খ্রিষ্টানগণ! এরূপ মিথ্যা কথা বলো না যাতে পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। স্বয়ং যীশুও তাঁর পরিত্রাণের জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন। তিনি 'একীন' করেছেন, তাই 'নাজাত' বা পরিত্রাণ লাভ করেছেন। পরিতাপ সকল খ্রিষ্টানদের জন্য! যারা এ বলে জগতকে প্রতারিত করে যে, তারা মসীহের রক্তের দ্বারা 'নাজাত' লাভ করেছে। বস্তুতঃ তারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন। তারা জানে না তাদের খোদা কে, বরং তাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাদের মস্তিষ্ক অভিভূত: কিন্তু সে পবিত্র নেশা যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়, তদসম্বন্ধে

তারা অনভিজ্ঞ। যে জীবন খোদাতা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যা মানবের পবিত্র জীবনের ফল, তা হতে তারা বঞ্চিত। অতএব স্মরণ রেখো যে, 'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না এবং 'রূহুল কুদ্দুস' বা পবিত্রাত্মাও তোমরা লাভ করতে পারবে না। 'মুবারক' (ভাগ্যবান)– সে ব্যক্তি যে একীন লাভ করেছে, কারণ সে-ই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করবে। 'মুবারক' সে ব্যক্তি যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হতে মুক্তি লাভ করেছে, কারণ সে-ই পাপ হতে পরিত্রাণ পাবে। 'মুবারক'; তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেয়া হয়, কারণ, এর ফলে তোমাদের গোনাহ্ বা পাপের অবসান হবে। 'গোনাহ' ও 'একীন' এ দু'টি একত্রিত হতে পারে না। তোমরা কি সে গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করতে পার, যার ভিতরে তোমরা এক বিষাক্ত সর্প দেখেছ? তোমরা কি এরূপ স্থলে দণ্ডায়মান থাকতে পার যেখানে কোন আগ্নেয়গিরি হতে প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়, কিংবা বজ্রপাত হয়, অথবা যেখানে এক রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, বা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করছে? সুতরাং খোদাতা'লার প্রতি যদি তোমাদের ঠিক সেরূপ বিশ্বাস থাকে, যেরূপ বিশ্বাস সর্প, বজ্র, ব্যাঘ্র বা প্লেগের প্রতি আছে, তবে এটা সম্ভবপর নহে যে তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচরণ করে শান্তির পথ অবলম্বন করতে পার, কিংবা তাঁর সাথে তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পার।

হে পুণ্য কর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমণ্ডলী! নিশ্চয় জেনো, খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিতে পারে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হতে পবিত্র করা হবে, যখন তোমাদের হৃদয় 'একীনে' পূর্ণ হবে। সম্ভবতঃ তোমরা বলবে যে তোমাদের 'একীন' লাভ হয়েছে, কিন্তু স্মরণ রেখো এটা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র। নিশ্চয়ই তোমরা 'একীন' লাভ কর নি, কারণ এর উপাদান তোমাদের এখনো লাভ হয় নি। এ কারণেই তোমরা পাপ বর্জন করতে পারছ না। তোমাদের সৎকর্মে যেরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা তদ্রূপ অগ্রসর হচ্ছো না এবং তোমাদের যেরূপ ভয় করা উচিত, তোমরা তদ্রূপ ভয় করছো না। নিজেই চিন্তা করে দেখ, যার এ 'একীন' আছে যে, কোন গর্তে সর্প আছে, সে কি কখনো সে গর্তে হস্ত প্রবিষ্ট করতে পারে? যে ব্যক্তির 'একীন' থাকে যে তার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে, সে কি কখনো সে খাদ্য ভক্ষণ করে থাকে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখতে পায় যে কোন বনে এক হিংস্র রক্তপায়ী ব্যাঘ্র আছে, তার পা কেমন করে অসাবধানতা ও উদাসীনতার সাথে সে বনের দিকে অগ্রসর হতে পারে?

যদি খোদাতা'লা এবং তাঁর 'জাযা' ও 'সাজার' (পুরস্কার ও দণ্ডদানের) প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকত, তবে কি প্রকারে তোমাদের হস্ত, পদ, কর্ণ ও চক্ষু পাপকর্ম করতে সাহস করতো? পাপ 'একীনের' উপর জয়ী হতে পারে না। যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখতে পাও, তখন তোমরা কি প্রকারে সে অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করতে পার? 'একীনের' প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত। শয়তান এর উপর আরোহণ করতে পারে না। যিনি পবিত্র হয়েছেন, তিনি 'একীনের' সাহায্যেই পবিত্র হয়েছেন। 'একীন' দুঃখ বরণ করার ক্ষমতা দান করে। এমন কি এটা এক বাদশাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায়। 'একীন' সর্বপ্রকার দুঃখ সহজ করে দেয়। 'একীন' খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিয়ে দেয়। প্রত্যেক 'কাফ্‌ফারা' (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা, এবং প্রত্যেক প্রকার 'ফিদিয়া' (বদলা) নিষ্ফল। প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীন' দ্বারাই লাভ হয়। একমাত্র 'একীন'ই পাপ হতে অব্যাহতি দিয়ে খোদাতা'লার নিকট পৌছায় এবং নিষ্ঠা ও দৃঢ়তায় ফিরিশতা অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর করে দেয়।

যে ধর্মে 'একীন' লাভের উপায় নেই, তা মিথ্যা। যে ধর্ম 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিয়ে দিতে পারে না, সে ধর্ম মিথ্যা। যে ধর্মে পৌরাণিক কাহিনী ভিন্ন অন্য কিছু নেই, তা মিথ্যা।

## কাহিনীতে সন্তুষ্ট হইও না

খোদাতা'লা পূর্বে যেরূপ ছিলেন এখনো তদ্রূপই আছেন। তাঁর 'কুদরত' বা শক্তিনিচয় পূর্বে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। পূর্বে যেরূপ তাঁর নিদর্শন প্রদর্শন করার ক্ষমতা ছিল, এখনো তদ্রূপই আছে। অতএব তোমরা শুধু কিস্‌সা কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক? সে ধর্ম ধ্বংস-প্রাপ্ত, যার মোজেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ এবং ভবিষ্যদ্বাণীসমূহও কেবল কিস্‌সা। সে জামা'ত ধ্বংসপ্রাপ্ত, যার উপর খোদাতা'লার জ্যোতিঃ অবতীর্ণ হয় নি এবং যা 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নি।

মানব যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগের সামগ্রী দেখে সে দিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মানব যখন 'একীনের' সাহায্যে আধ্যাত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর সৌন্দর্য তাকে এরূপ মুগ্ধ করে দেয় যে অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তার নিকট একেবারে তুচ্ছ ও পরিত্যাজ্য বোধ হয়। মানুষ তখনই পাপ হতে পরিত্রাণ পায়, যখন সে খোদাতা'লা এবং তাঁর 'জব্‌রুত' (মহাশক্তি) ও 'জাযা-সাজা' (পুরস্কার-শাস্তি) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞতা সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ। যে ব্যক্তি খোদাতা'লার 'একীনী

মা'রেফাত' (নিশ্চিত জ্ঞান) হতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে, সে কখনো উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে না।

যদি কোন গৃহস্বামী বুঝতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, কিংবা তার গৃহের চতুর্দিকে আগুন লেগেছে এবং অল্পমাত্র স্থান বাকী আছে, তবে সে সে-গৃহে তিষ্ঠিতে পারে না। এমতাবস্থায় খোদাতা'লার বিধি-বিধানে 'একীন' বা স্থির-নিশ্চিত জ্ঞানের দাবি করার পর তোমরা কেমন করে এরূপ ভীষণ অবস্থায় রয়েছো? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করে খোদাতা'লার সে নিয়ম অবলোকন কর যা সমগ্র দুনিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। অধোগামী মুষিক সেজো না বরং উর্ধগামী কবুতর হতে চেষ্টা কর– যা নভোমণ্ডলে বিচরণ করা পসন্দ করে। তোমরা 'তাওবা' করে 'বয়আত' গ্রহণ করার পর পুনরায় পাপে লিপ্ত থেকো না এবং সর্প সদৃশ হইও না যা খোলস পরিবর্তন করার পরও সর্পই থেকে যায়। মৃত্যুকে স্মরণ রেখো, কারণ এটা তোমাদের নিকট বিচরণ করছে এবং তোমরা তদ্‌সম্বন্ধে অজ্ঞ। চেষ্টা কর যেন পবিত্র হও, কারণ মানুষ পবিত্র অস্তিত্বকে তখনই লাভ করতে পারে যখন সে স্বয়ং পবিত্র হয়।

## পবিত্র হওয়ার উপায় সে নামায যা দীনতার সাথে পালন করা হয়

কিন্তু এ কল্যাণ তোমরা কেমন করে লাভ করতে পার– স্বয়ং খোদাতা'লাই এটা বলে দিয়েছেন। তিনি কুরআন শরীফে বলেছেনঃ

اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ– তোমরা ধৈর্য্য এবং নামাযের মাধ্যমে খোদাতা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর। (২ঃ১৫৪)।

নামায কি? এটা এক দোয়া, যা 'তসবীহ' (মহিমা কীর্তন), তাহমীদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), 'তকদীস' (পবিত্রতা কীর্তন) এবং 'ইস্তেগফার' (নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে শক্তি প্রার্থনা) ও 'দরূদ' [অর্থাৎ–আঁ-হযরত (সা.) ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি আশিস কামনা করা] সহ সবিনয়ে প্রার্থনা করা হয়। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন অজ্ঞ লোকদের ন্যায় দোয়ায় শুধু আরবী শব্দ ব্যবহারে সীমাবদ্ধ থেকো না। কারণ তাদের নামায এবং তাদের 'ইস্তেগফার' সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র। এতে কোন সার নেই। কিন্তু তোমরা নামায পড়াকালে খোদাতা'লার বাণী কুরআন ব্যতীত এবং অন্যান্য কতিপয় প্রচলিত দোয়া ব্যতীত, যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী, নিজের যাবতীয়

সাধারণ দোয়ায় নিজ ভাষাতেই কাতর নিবেদন জানাও, যেন তোমাদের হৃদয়ে সেই সকাতর নিবেদনের সুপ্রভাব পতিত হয়।

নামাযে ভাবী বিপদের প্রতিকার রয়েছে। তোমরা অবগত নও যে, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্য কি قَضَاءٌ وَقَدَرٌ (নিয়তি) আনয়ন করবে। সুতরাং দিবসের প্রারম্ভেই তোমরা তোমাদের مَوْلَىٰ বা প্রকৃত অভিভাবকের সমীপে সবিনয়ে নিবেদন কর যেন তোমাদের জন্য মঙ্গল ও আশিসপূর্ণ দিবস আগমন করে।

## হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ!

হে আমীর, বাদশাহ এবং ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিগণ! আপনাদের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন যাঁরা খোদাতা'লাকে ভয় করেন এবং তাঁর পথসমূহে সততা ও সাধুতা অবলম্বন করে চলেন। অনেকেই দুনিয়ার সম্পদ এবং ঐশ্বর্যে মত্ত হয়ে আছে এবং তাতে জীবন নিঃশেষ করছে এবং মৃত্যুকে স্মরণ করছে না। প্রত্যেক আমীর বা ধনাঢ্য ব্যক্তি, যে নামায পড়ে না এবং খোদাতা'লার 'পরওয়া' (খেয়াল) করে না, তার সমস্ত বেনামাযী ভৃত্য এবং কর্মচারীদের পাপ তাঁর স্কন্ধে ন্যস্ত হবে। যে আমীর সুরা পান করে, তার স্কন্ধে ঐ সকল লোকের পাপও ন্যস্ত হবে যারা তার অধীনে থেকে সুরা পান করে থাকে। হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! এ দুনিয়া চিরকাল থাকার জায়গা নহে। তোমরা সাবধান হও, সকল অন্যায়াচরণ পরিহার কর এবং সকল মাদক দ্রব্য বর্জন কর। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য কেবল সুরাপানই নহে, বরং অহিফেন, গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ, তাড়ি ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের মাদক দ্রব্য যা সর্বদা ব্যবহারের অভ্যাস করে নেয়া হয়, মস্তিষ্কের ক্ষতি করে এবং পরিণামে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। অতএব তোমরা এসব হতে দূরে থাক। আমি বুঝতে পারি না যে তোমরা কেন এসব দ্রব্য ব্যবহার কর। এদের কুফলে প্রতি বছর নেশায় অভ্যস্ত তোমাদের মত সহস্র সহস্র লোক এ জগৎ হতে চিরবিদায় গ্রহণ করছে। পরকালের শাস্তি তো পৃথক রয়েছে। সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিসপ্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগবিলাসে রত জীবন অভিশপ্ত। অতিরিক্ত দুর্নীতিপরায়ণ ও নির্দয় জীবন অভিশপ্ত। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁর বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হতে অতিরিক্ত উদাসীন জীবন অভিশপ্ত। খোদাতা'লার হক্ (প্রাপ্য) এবং তাঁর বান্দাগণের হক্ সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক তদ্রূপই প্রশ্ন করা হবে যদ্রূপ একজন ফকিরকে করা হবে, বরং তদপেক্ষাও অধিক। অতএব সে ব্যক্তি কত হতভাগ্য যে এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করে খোদাতা'লা হতে বিমুখ হয় এবং খোদাতা'লার নিষিদ্ধ বস্তু এরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে যেন সে

নিষিদ্ধ বস্তু তার পক্ষে হালাল (বৈধ)। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পাগলের মত কাউকে গালি দিতে, আঘাত করতে কিংবা হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং কাম-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের এক শেষ করে, সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনো প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারবে না।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! অল্পদিনের জন্য এ দুনিয়াতে এসেছ এবং এরও অনেকখানি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা নিজ প্রভুকে অসন্তুষ্ট করো না। যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মানবীয় গভর্ণমেন্ট অসন্তুষ্ট হয় তবে তোমাদিগকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অতএব ভেবে দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হতে তোমরা কেমন করে বাঁচতে পার? যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে ধর্মপরায়ণ বলে পরিগণিত হও, তবে কেউই তোমাদিগকে ধ্বংস করতে পারবে না। খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করবেন এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ নাশের চেষ্টায় আছে, তোমাদিগকে কাবু করতে পারবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের রক্ষক কেউই নেই, তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদে পতিত হয়ে অশান্তির জীবন যাপন করবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভে অতিবাহিত হবে। যাঁরা খোদাতা'লার হয়ে যান, খোদাতা'লা তাঁদের আশ্রয়দাতা হয়ে থাকেন। অতএব খোদাতা'লার দিকে আস এবং তাঁর প্রতি সকল প্রকারের অবাধ্যতা পরিহার কর। তাঁর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করো না এবং তাঁর বান্দাগণকে মুখ বা হস্ত দ্বারা অত্যাচার করো না। ঐশী কোপ ও রোষকে ভয় করতে থাক, এটাই নাজাত বা মুক্তি লাভের পথ।

## হে মুসলিম আলেমগণ!

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত হবেন না, কারণ এরূপ অনেক নিগুঢ় রহস্য আছে যা মানুষ তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে না। কথা শোনা মাত্রই তা রদ করতে উদ্যত হবেন না কারণ এটা তাকওয়া বা খোদা-ভীতির পদ্ধতি নহে। আপনাদের মধ্যে যদি কোন ভ্রান্ত না ঘটিত এবং আপনারা যদি কোন কোন হাদীসের বিপরীত অর্থ না করতেন, তবে ন্যায়-বিচারকরূপে যে মসীহ্ মাওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁর আগমনই বৃথা হতো।

আপনাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে যে কার্যের উদ্দেশ্যে মসীহ-ইবনে-মরিয়ম আকাশ হতে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ মাহদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলমান করার জন্য যুদ্ধ করবেন, এটা এরূপ এক 'আকীদা' যা

ইসলামের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ সঙ্গত আছে? পক্ষান্তরে আল্লাহতা'লা কুরআন শরীফে বলেছেনঃ—

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই" (২ঃ২৫৭)। অতঃপর, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করে দেয়া হবে?

সমস্ত কুরআন পুনঃ পুনঃ বলছে যে ধর্মে বল-প্রয়োগ নেই এবং স্পষ্ট বলছে যে, আঁ-হযরত (সা.)-এর সময় যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল তা বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য করা হয় নি বরং তা ছিলঃ

(১) শাস্তিস্বরূপ– অর্থাৎ সে সকল লোককে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যারা এক বৃহৎ সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করেছিল, অনেককে দেশ হতে বিতাড়িত করেছিল এবং তাদের প্রতি অতি কঠোর উৎপীড়ন করেছিল যেমন, আল্লাহতা'লা বলেছেনঃ—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হল, কারণ তাদের উপর যুলুম করা হচ্ছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান" (২২ঃ৪০)।

(২) আত্মরক্ষামূলক– অর্থাৎ যেসব লোক ইসলামের অস্তিত্ব লোপ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, অথবা স্বদেশে ইসলাম প্রচারে বল প্রয়োগে বাধা প্রদান করছিল, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার্থে, অথবা–

(৩) দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এ তিনটি কারণ ব্যতীত আঁ-হযরত (সা.) এবং তাঁর পবিত্র খলীফাগণ (রা.) কোন যুদ্ধ করেন নি। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির অত্যাচার এত সহ্য করেছে যে অপর কোন জাতির ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সে ঈসা মসীহ্ ও মাহদী সাহেব কেমন হবেন যিনি এসেই লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করবেন?

## দেশের গদ্দীনশীন এবং পীরযাদাগণ?

তদ্রূপ এ দেশের 'গদ্দীনশীন' (পীরের গদীতে উপবিষ্ট) ও 'পীরযাদাগণ' (পীরের পুত্রগণ) ধর্মের সাথে এরূপ সম্পর্কহীন এবং দিবারাত্র 'বিদাতে' (নব প্রবর্তিত অনুষ্ঠানে) এমন লিপ্ত যে, তারা ইসলামের আপদ-বিপদের কোন খবরই

রাখে না। তাদের মজলিসে গমন করলে কুরআন ও হাদীস গ্রন্থের পরিবর্তে সেখানে নানারূপ তম্বুর, সারঙ্গ, বাদ্যকর ও গায়ক ইত্যাদি নিত্যনতুন অবৈধতার সরঞ্জাম দৃষ্ট হবে। এতদসত্বেও মুসলমানদের নেতা হবার তাদের দাবি এবং নবী করীম (সা.)-এর অনুসরণের বৃথা গর্ব।

প্রত্যেকেই বলতে পারে 'আমি খোদাতা'লাকে ভালোবাসি' কিন্তু সে ব্যক্তিই খোদাতা'লাকে ভালোবাসে, যার ভালোবাসা ঐশী সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেকেই বলে 'আমার ধর্ম সত্য; কিন্তু সত্য ধর্ম সে ব্যক্তিরই, যিনি এ দুনিয়াতে 'নূর' বা ঐশীজ্যোতিঃপ্রাপ্ত হন। প্রত্যেকেই বলে, 'আমি নাজাত বা পরিত্রাণ লাভ করব' কিন্তু সে ব্যক্তির উক্তিই সত্য, যিনি এ দুনিয়াতেই নাজাতের জ্যোতিঃসমূহ দর্শন করেন।

## হে বন্ধুগণ! এখন ধর্মের সেবার যুগ

হে বন্ধুগণ! এখন ধর্ম এবং ধর্মীয় কার্যের উদ্দেশ্যে খেদমতের সময়। এ সময়কে অতি মূল্যবান মনে কর, কারণ পুনরায় এ সময়কে আর পাবে না।

অতএব তোমরা এরূপ 'বরগুযিদা' বা মনোনীত নবী (সা.)-এর অনুগামী হয়ে সাহস হারাচ্ছ কেন? তোমরা এরূপ আদর্শ প্রদর্শন কর যেন আকাশ হতে ফিরিশতাগণ তোমাদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা দর্শনে অবাক হয়ে যায় এবং তোমাদের প্রতি দরূদ (আশিস) প্রেরণ করেন।

এখন আমি সমাপ্ত করছি ও দোয়া করছি যেন আমার এ শিক্ষা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় এবং তা তোমাদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন আনয়ন করে যেন তোমরা পৃথিবীর তারকা স্বরূপ হও এবং তোমরা তোমাদের প্রভু হতে যে জ্যোতিঃ লাভ করেছো তদ্বারা জগৎ জ্যোতিময় হয়–আমীন। সুম্মা আমীন॥

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

A booklet under the name and title **'Hamari Talim'** was published by the publication Deptt. of Sadar Anju man-e-Ahmadiyya taking the teachings from the book **'Kishti-e-Nooh'** written by the founder of Ahmadiyya Muslim Jamaat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as]. This being the Bengali translation of that booklet.

The translation work of the main book was done by late Mvi. Abdur Rahman Khan Bangalee, B.A. B.L. B.T. Former Ahmadiyya Missionary in America. This was first published in 1938 by the then Bengal Provincial Anjuman-e-Ahmadiyya.

Several editions have already been published and distributed. Present edition is now being published to meet the everincreasing requirement.

© Islam International Publications Ltd.

# OUR TEACHING

**(Selection from KISHTI-E-NOOH)**

*By*

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Quadian
Promised Messiah and Imam Mahdi[as]

*Translated into Bengali by*

Abdur Rahman Khan Bangalee B.A. B.L. B.T.
Former Ahmadiyya Muslim Missionary in U.S.A.

*Published by*

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211